লিপি
কলকাতা, রবিবার,১ জুলাই ২০১৮
Kolkata•Sunday•July 1, 2018
Arthik Lipi, Page 3

দুই কুইন্ট্যাল মাদক সহ ধৃত ৫ চিনা নাগরিক, তদন্তে সিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : মাদক পাচারে এবার আন্তর্জাতিক যোগ। শহরে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ গ্রেফতার করা হল পাঁচ চিনা নাগরিককে। শুক্রবার রাতে কলকাতা স্টেশন থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুই কুইন্ট্যাল মাদক উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা। সূত্রের খবর রাত এগারোটা নাগাদ কলকাতা স্টেশন চত্বরেই রুটিন টহলদারি চলছিল রেল পুলিশের তরফে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাসের পেছনে আড়াল রেখে ওই পাঁচজনকে বসা অবস্থায় সন্দেহজনকভাবে একটি ব্যাগ থেকে অন্য ব্যাগে কিছু ভরতে দেখা যায়। রেল পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা ওই ব্যক্তিদের উঠে দাঁড়াতে বলেন। তারপর তল্লাশি শুরু হতেই তাদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় কিছু ট্যাবলেট। যা দেখে মাদক ট্যাবলেট বলে সন্দেহ হয় পুলিশের। পাঁচজনকেই আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় দমদম জিআরপি থানায়। সেখানে আরও ভাল করে তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধার হয় ১৯৮ কিলোগ্রাম মাদক

ট্যাবলেট। তল্লাশির সময়ে আটক পাঁচজনের কাছ থেকে পাওয়া পাসপোর্ট। যেখান থেকে জানা যায় ওরা প্রত্যেকেই চিনা নাগরিক। চিনের গুয়াংঝৌ প্রদেশের বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিআইডি। আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের পর্দা ফাঁস করাই মূল লক্ষ্য। জানা গেছে, গত ২২ জুন ভারতে আসে এই পাঁচ চিনা নাগরিক। প্রথমে তারা মুর্শিদাবাদ যায়। সেখানে গিয়ে মাদক সরবরাহ করে। যে মাদক তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা সাধারণত 'পার্টি ড্রাগ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন পার্টিতে এই মাদক সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশে মাদক সরবরাহ করার লক্ষ্যেই মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল বলে সূত্রের খবর। ধৃতদের কাছ থেকে বিমানের টিকিটও পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানে ভিন দেশে মাদক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। তদন্তকারীদের অনুমান, কলকাতা শহরে ধৃত চিনা পাঁচ নাগরিকদের এই মাদক পাচারে সাহায্য করার জন্য একজন লিঙ্কম্যান রয়েছে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। প্রথমে জিআরপি যখন ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তখন তারা রেল পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। উদ্ধার হয় ট্যাবলেটের আকারে প্রচুর পরিমাণে মাদক। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণে এই মাদক ট্যাবলেটের মধ্যে মেটামেম্ফাটাইন, অ্যামফেটামাইনের মতো ড্রাগ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা তদন্তকারীদের। এছাড়া ধৃতদের কাছে পাঁচটি আইফোন, ৬০টিরও বেশি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ডেবিট ক্রেডিট কার্ড ও চিনা সিমকার্ড পাওয়া গেছে। উদ্ধার হয়েছে দু'টি ভারতীয় সিমকার্ডও।

চিনা নাগরিকদের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক আটক হওয়ার পর গোয়েন্দাদের সন্দেহ, দেশের বাজারে ছেয়ে যাওয়া এই পার্টি ড্রাগ আদতে চিন থেকেই আমদানি করা হয়। এই আন্তর্জাতিক মাদক কারবারের জাল দেশের বিভিন্ন বড় শহরে ছড়িয়ে আছে বলেও অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। চিন থেকে কলকাতা এই মাদক যোগের প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে সিআইডি। মাদকে এই চিন যোগ কিন্তু কপালে ভাঁজ ফেলেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।

ওড়নায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী তরুণী

স্টাফ রিপোর্টার : মায়ের ব্রেনডেথের খবর পেয়ে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী তরুণী। শুক্রবার রাতে তিলজলা এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। মৃতার নাম উত্তরা চৌধুরি।

মধ্য কলকাতার একটি নার্সিংহোমে উত্তরার মায়ের চিকিৎসা হচ্ছিল। সন্ধে খবর আসে, মায়ের ব্রেনডেথ হয়েছে। তারপর থেকেই মনমরা অবস্থায় দেখা যায় উত্তরাকে। রাতে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদ থেকেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, মা-বাবার একমাত্র সন্তান জুয়েল। ২০১৪ সালে বাবাকে হারায় সে। ভাই-বোন না থাকায় বাবার মৃত্যুর পর মা-ই হয়ে উঠেছিলেন তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু, কয়েক দিন ধরে মায়ের শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। মধ্য কলকাতার এক নামী হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। সেখানেই শুক্রবার সন্ধ্যায় মারা যান তিনি। মায়ের মৃত্যু সংবাদ মেনে নিতে পারেননি জুয়েল। সন্ধ্যায় ওই খবর পাওয়ার পর থেকেই ভীষণ চুপচাপ হয়ে পড়েছিলেন। আর তারপরই এই ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘরের ভিতর গলায় একটা গোলাপি রঙের চুড়িদারের ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছিলেন ওই তরুণী। তাকে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, কিডনিজনিত সমস্যার কারণে ২০১৪ সালে মৃত্যু হয় উত্তরার বাবার। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে একটি কিডনি দান করেছিলেন উত্তরার মা জুলি চৌধুরি। তারপর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত চার বছর ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন জুলি চৌধুরি। শুক্রবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর খবর শুনেই মনমরা হয়ে গিয়েছিল উত্তরা। একেবারে গুম মেরে গিয়েছিল। তবে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে সেটা বোঝা যায়নি। পরিবারের এক সদস্যের কথায়, মায়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই ভেঙে পড়ে উত্তরা। তারপর দোতলার ঘরে চলে যায়। খাওয়ার জন্য ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপরেই তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান অতীনের

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু বিরোধী অভিযানে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গেলেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ তিনি পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের একটি টিমকে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব ও বরো চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যায় বলে দাবি

অতীন ঘোষের। তিনি সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি জায়গায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের উল্টোদিকে ড্রামের উপর জমা জলে, অডিটোরিয়ামের উল্টো দিকে যে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে সেখানে দু'-তিনটি জায়গায় জমা জলে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। এছাড়া গ্রাউন্ড সুপারভাইজারের সামনে পরিত্যক্ত একটি আলমারির উপর জমা জল থেকে ও উপাচার্যের ঘরের সামনে মাটির ঘটে জমা জলে লার্ভা মিলেছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন মেয়র পারিষদ। বিশেষ করে ক্যাম্পাসের যে অংশে নতুন বিল্ডিং তৈরির কাজ হচ্ছে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অতীন ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ' যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ হবে সেখানে কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন মেটেরিয়াল পড়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অংশে জমা জল থেকে যাতে মশা না জন্মায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা চোখে পড়েছে।' এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অতীন ঘোষ। ক্যাম্পাস যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। এ ব্যাপারে পুরসভা পুরোদমে সহযোগিতা করবে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার কথাও বলেছেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য)।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার : জল দেওয়ার নামে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হল বরুণ সিংহ নামে এক জল ব্যবসায়ী।

ঘটনাটি সল্টলেকের নাওভাঙার এলাকার একটি বাড়িতে জল দিতে যায় এলাকার জল ব্যবসায়ী বরুণ সিংহ। সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীর উপর চড়াও হয় ওই ব্যক্তি এবং তরুণীকে ধর্ষণ করে। এরপরেই হাতেনাতে ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এলাকার বাসিন্দারা। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশের হাতে অভিযুক্তকে তুলে দেয় স্থানীয়রা। নিগৃহীতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেশ কিছু দিন ধরে তারা লক্ষ্য করছিল যে এই বরুণ জল দিতে এসে দরজা বন্ধ করে দিত। সন্দেহ দানা বাঁধে। শনিবার সন্দেহের বশে এক প্রতিবেশী দেখতে গিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে বাকিদের খবর দেয়। এরপর বরুণকে আটক করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিগৃহীতার অভিভাবকদের পারিবারিক বন্ধু মনোরঞ্জন দাস বলেন, কয়েকদিন ধরেই স্থানীয়দের সন্দেহ হচ্ছিল। শনিবার তারা হাতেনাতে ধরে ফেলে তাকে। মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন। শারীরিক বিকাশ হলেও তার আচরণ শিশুসুলভ। এই সুযোগে ওই ব্যক্তি এই জঘন্য কাজ করেছে। ওর কঠিন শাস্তি হোক। কোনওভাবেই যেন ছাড়া না পায়।

বেসরকারি হাসপাতালের কর্মীদের বিক্ষোভ,ব্যাহত পরিষেবা

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূলের পতাকা হাতে বেসরকারি হাসপাতালের কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে শিকেয় উঠল পরিষেবা। কর্মী বিক্ষোভে হাসপাতালে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে কিভাবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় ওই বেসরকারি হাসপাতালের গ্রাউন্ড স্টাফ, হাউসকিপিং,স্টুয়ার্ড ও বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। এই বিক্ষোভের জেরে সমস্যায় পড়েছে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি বেসরকারি হাসপাতালের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি ইউনিয়ন গঠন করার দাবি জানায় হাসপাতালের ঠিকাদার সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত বিভিন্ন পরিষেবায় যুক্ত কর্মীরা।

পরপর ৩ স্ত্রীকে খুন করে শ্রীঘরে গুণধর স্বামী

স্টাফ রিপোর্টার: একের পর এক বিয়ে। তবে তাতেও সাধ মেটেনি শেখ মহম্মদ শাহাজাদের। অভিযোগ, সম্প্রতি ফের নতুন একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এই গুণধর। এমনকী বিবাহিত ওই মহিলাকে বিয়ে করতে উঠেপড়ে লেগেছিল সে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন স্ত্রী সিরাত পারভিন (২৮)। শুক্রবার খিদিরপুরের ডেন্ট মিশন রোডের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সিরাতের ঝুলন্ত দেহ। অভিযোগ, এই প্রথম নয়, এর আগেও একই কায়দায় আগের পর পর ২ স্ত্রীকে খুন করে বছর চল্লিশের শেখ মহম্মদ শাহাজাদ। নিত্য-নতুন যুবতী মহিলাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়াত শাহাজাদ। পরে অবশ্য তাঁদের বিয়েও করত। তবে সাংসারিক জীবনের আয়ু হত খুবই কম। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াই ছিল শাহাজাদের 'অভ্যাস'। আর তা নিয়ে স্ত্রীরা প্রতিবাদ করলেই খুনের পথ বেছে নিত অভিযুক্ত। এক্ষেত্রেও তাই হল। সিরাতের সঙ্গে বিয়ের প্রায় ৩ বছর পর সম্প্রতি এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় শেখ শাহাজাদের। স্বামীর এই সম্পর্কের কথা জেনে যান সিরাত। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিবাহ বহির্ভূত এই সম্পর্ক নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। নিষেধ করা সত্ত্বেও নিজেকে বদলায়নি শাহাজাদ। এমনকী বিয়ের পর থেকে সিরাতকে প্রায়ই মারধর করত সে। ইদানিং অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জেনে ফেলায় অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। নতুন প্রেমিকাকে বিয়ে করতে চেয়ে বর্তমান স্ত্রীকে চাপ দিতে শুরু করে অভিযুক্ত। অভিযোগ, নিজের পথের কাঁটাকে সরাতে শুক্রবারই মুখে বালিশ চাপা দিয়ে সিরাতকে খুন করেছে মহম্মদ শাহাজাদ। সিরাতের পরিবারের অভিযোগ, সন্ধ্যাবেলা বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে শাহাজাদ। স্থানীয় সূত্রে আরও খবর, বৃহস্পতিবার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় নাকি শাহাজাদ তাকে জানিয়ে দেয়, এই বাড়িতে আর একসঙ্গে থাকবে না। তাই শুক্রবার থেকে নিজেকে স্কুলে আসতে হবে। পরে স্কুল থেকে এসে মেয়ে দেখে মা গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যদিও তা একমাত্র শাহাজাদ ছাড়া কেউ দেখেনি। অভিযুক্তের দাবি, 'স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, তাই কাউকে ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট করিনি।' এমনকী স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলেও দাবি শাহাজাদের। শুক্রবার রাতেই খিদিরপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে সিরাতের পরিবার। এর আগেও ২ স্ত্রীকে খুনের পর অভিযোগ করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। আর তাতেই পার পেয়ে যায় শাহাজাদ। অভিযোগ, এইবারও একই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ পেয়েও প্রথমে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে সিরাত পারভিনের দেহ রেখে অবরোধ শুরু করেন নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে অবরোধ চলে। পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলে অবরোধ ওঠে।

তৃণমূলের হাতে আক্রান্তদের নিয়ে পথে সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার: পঞ্চায়েত নির্বাচনে আক্রান্তদের নিয়ে এবার রাজপথে রাত জাগবেন সিপিএমের মহিলা কর্মী-সমর্থকেরা। ছবি ওঁরাও, সুপর্ণা সিং, রাখি রায়, মিঠু মায়া কারকদের মতো তৃণমূলী 'সন্ত্রাসে' আক্রান্তদের নিয়ে ৩-৪ জুলাই সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচীর কথা জানান সংগঠনের নেতৃত্ব। রাজ্য সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তার হাত থেকে বাদ যাননি মহিলারাও। রেয়াত করা হচ্ছে না মহিলাদেরও। তাই তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত সমস্ত মহিলা ও তাদের পরিবারকে নিয়েই আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেব।' গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিক

জায়গায় শুধুমাত্র বাম কর্মী-সমর্থক হওয়ার কারণেই শারীরিকভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে মহিলা কর্মীদের। কনীনিকার বক্তব্য, 'এমনকী তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণও দিতে হয়েছে মহিলাদের। অথচ রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাই বাধ্য হয়েই রাজপথে রাত কাটাবেন মহিলারা।' সংগঠনের দাবি, সারা রাজ্য থেকে প্রায় ১০ হাজার মহিলা ৩ ও ৪ জুলাই ধর্মতলার লেনিন মূর্তির সামনে প্রতিবাদে সামিল হবেন। রাত কাটাবেন। ছবি ওঁরাও, বর্ধমানের মিঠু মায়া কারক ছাড়াও শুধুমাত্র বামপ্রার্থী হওয়ার কারণে শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে আরও অনেক বাম মহিলা কর্মী-সমর্থককে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভাপতি অঞ্জু করের প্রশ্ন, 'যেখানে মহিলাদের নিযাতিত হতে হচ্ছে, ধর্ষিত হতে হচ্ছে সেখানে আর কন্যাশ্রী দিয়ে নাম কিনে কী হবে?' তবে কেন রাত জাগা? কনীনিকা ঘোষের বক্তব্য, 'আসলে সরকারের ১২টা বেজে গিয়েছে, তাই আমরা রাত জেগে সরকারকে সমঝে দিতে চাই যে বাংলার মহিলারা এবার পাল্টা প্রতিরোধ করতে শুরু করেছে।'

এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, থাকবেন বৃন্দা কারাতও। এছাড়াও মঞ্চে আনা হবে কোচবিহারে শাসকদলের হাতে নিহত রামজান মিঞার ভাইপো আতাবুল ইসলাম, ক্যানিংএ মাঝরাতে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করা দেবু দাস-উমা দাসের ছেলে দীপঙ্কর দাস সহ উত্তর থেকে দক্ষিণে শাসকদলের হাতে আক্রান্তদের পরিবারকে।

সল্টলেকে শিশুর কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় নয়া মোড়

আকাশ বিশ্বাস

২০১৫ সালের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ সল্টলেক থেকে নিখোঁজ হয় নগেন্দ্র যাদবের ছোট ছেলে বিশাল যাদব। এই ঘটনার এক বছর পর ২০১৬ সালের সল্টলেকের ডিডি-৭ ব্লকের নির্মীমাণ বহুতলের ছাদের জলের ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয় এক শিশুর কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল উদ্ধার ও শিশুটির অপহরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে শিশুটির আত্মীয় শিবপ্রকাশ যাদবকে গ্রেফতার করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের সহযোগিতায় পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে শিবপ্রকাশ যাদবকে। শনিবার তাকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তার বিরুদ্ধে ৩৬৫ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। ২০১৫ সালের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ বিধাননগরের আইএলএস হাসপাতালের পাশে নিজের চায়ের দোকানে কর্মরত ছিলেন যোগেন্দ্র যাদব। সেই সময় তার বড় ছেলে বিবেক যাদব তাকে খবর দেয় যে তাদের আত্মীয় শিবপ্রকাশ যাদব তার ছোট ভাই বিশাল যাদবকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এরপর থেকে আর খোঁজ মেলে না ওই দুজনের। অগত্যা পরের দিন ২৫ জুলাই বিধাননগর উত্তর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন নগেন্দ্র যাদব। তার সন্দেহ ছিল শিবপ্রকাশ তার ছেলেকে অপহরণ করেছে। কিন্তু তারপর থেকে আর তাদের খোঁজ মেলেনি। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে, শিবপ্রকাশ যাদব রাজ্যের বাইরে পালিয়ে গিয়েছে। তবে নগেন্দ্রবাবুর ছেলে বিশাল যাদবের আর কোনও খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ হওয়ার সময় বিশালের বয়স ছিল সাড়ে তিন বছর। এরপর ২০১৬ সালে সল্টলেকের ডিডি ব্লকের তৎকালীন একটি দশতলা নির্মীয়মাণ আবাসন থেকে একটি নাবালকের কঙ্কাল উদ্ধার হয়। মনে করা হচ্ছে, এই কঙ্কালটি নিখোঁজ হওয়া ওই নাবালকের। এই কঙ্কালের ফরেনসিক ও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছিল। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টে জানা যায় ওই কঙ্কালটি নগেন্দ্র যাদবের ছোট ছেলেরই। এই কেসে দু'বার তদন্তকারী আধিকারিক বদল হয়। যার জেরে তদন্তে একটু হলেও প্রভাব পড়ে।

এর মধ্যেই বর্তমান তদন্তকারী আধিকারিক খোঁজ পান অভিযুক্ত শিবপ্রকাশ যাদব পাঞ্জাবে লুকিয়ে রয়েছে। এরপরই তাকে জালে তুলতে তৎপর হয় বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার আধিকারিকরা এবং উত্তর থানার পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশের সহযোগিতায় প্রকাশ যাদবকে পাঞ্জাবের টিব্বা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাকে লুধিয়ানায় ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য তোলা হয়। বিচারক সাতদিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পুলিশ অভিযুক্ত প্রকাশ যাদবকে জেরা করে নিশ্চিত হতে চাইছে ডিডি ব্লকের ওই ট্যাঙ্কে সে নগেন্দ্রবাবুর ছেলেকে খুন করে লুকিয়ে রেখেছিল কি না। কীভাবে সে খুন করল সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে পাওয়া কঙ্কালের সঙ্গে একটি মহিলার অন্তর্বাস মিলেছিল। তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে মহিলার অন্তর্বাস ফেলে রাখা হয়েছিল নাকি এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আরও জানা গেছে, মৃত শিশু বিশাল নিখোঁজ হওয়ার আগে পারিবারিক বিষয়ে এমন কিছু দেখে ফেলেছিল যার জন্যই তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয় আত্মীয়রা। শীঘ্রই এই রহস্যের পর্দা ফাঁস করে তদন্তে ইতি টানা হবে বলে আশাবাদী পুলিশ।